আজকের কাগজ

5

তারিখ 07 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

নকল এড়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক ও অভিভাবকদের যা করণীয়

বর্তমান সময়ের অনুষ্ঠিত পরীক্ষা দেখে শুনে শিক্ষা ধ্বংসের একটি চিত্র আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমাদের দেশে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অধপতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষাও এর থেকে পিছিয়ে নেই। বর্তমানে যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে তাকে আর পরীক্ষা বলা যায় না। আমার মতে বর্তমানে পরীক্ষাকে বই দেখে লেখার প্রতিযোগিতা বা নকলের প্রতিযোগিতা বলে আখ্যায়িত করা যায়। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা আজ ভেঙে পড়ার বা ধ্বংস হওয়ার উপক্রম। পরীক্ষা মানে সাধারণভাবে বুঝি যে কতটুকু শিখলাম, আয়ত্ত করলাম, মনে রাখলাম তার যাচাই বা এক কথায় শিক্ষার যাচাই করা হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। বর্তমানের পরীক্ষায় শিক্ষার সঠিক যাচাই হচ্ছে না। পরীক্ষার নকল হওয়ার কোনো সুফল না থাকলেও কুফল ১০০%। স্কুল কলেজে ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন হোক বা না হোক আমরা সকলেই ভালো ফল লাভের প্রত্যাশী। ছাত্ররা স্কুল কলেজে শিক্ষাকালীন সময়ে প্রকৃত শিক্ষাও জ্ঞানার্জন না করে পরীক্ষায় নকলের মতো দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেকে যেমন শিক্ষার সুফল থেকে বঞ্চিত করছে তেমনি অভিভাবক, সমাজ, জাতি ও দেশ তার সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে উপলব্ধি করা যায় যে, প্রকৃত জ্ঞানার্জন না করার ফলে সৃষ্ট ক্ষতির ১০০% দায় দায়িত্ব একজন ছাত্রকেই বহন করতে হবে। শিক্ষার সময় অতিক্রম হওয়ার পরে একজন ছাত্রকে সারাটা জীবন অনুশোচনা করে মরতে হবে। যখন ভুল বুঝতে পারবে তখন করার কিছুই থাকবে না। আজকের এই ছাত্রকেই একদিন সংসার, সমাজ, জাতি ও দেশের হাল ধরতে হবে। ভবিষ্যত জীবনকে সুন্দর এবং নিজেকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে একজন ছাত্রকেই শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে অগ্রসর হতে হবে। পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় থানা পর্যায় ও বেসরকারি স্কুল কলেজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্ররা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। ছাত্র সমাজকে উপলব্ধি করতে হবে যে নকল করে পাস করা যায় কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন হয় না। ছাত্র-ছাত্রিরা প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের ব্রত নিয়ে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করছে না। একজন ছাত্র উপলব্ধি করে না যে প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনে ব্যর্থ হওয়া মানে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারার সামিল। লেখাপড়ার কাজটা করতে হয় একজন ছাত্রকেই। অন্যের দ্বারা এই কাজটা করানো যায় না, যাবেও না।

পরীক্ষায় নকল হওয়ার জন্যে কিছুটা দায়ী অভিভাবকমহল। একজন অভিভাবকের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সন্তানের লেখাপড়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা ও অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করা। আমাদের দেশের অভিভাবকমহল কি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করছেন?

পরীক্ষায় নকল হওয়ার জন্যে দায়ী শিক্ষক সমাজের। আমাদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছেন ও হচ্ছেন। স্কুল কলেজে নিয়মিত শিক্ষা হচ্ছে না। শিক্ষকগণ ক্লাসে বক্তৃতা দিয়েই তার কর্তব্য শেষ হলো বলে মনে করে থাকেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্য শিক্ষার আদান প্রদানের কোনো ব্যবস্থা নেই। শিক্ষকগণ তার শিক্ষার বিষয়বস্তু ছাত্ররা কতটুকু বুঝতে ও আয়ত্তে করতে পেরেছে তার যাচাইয়ের সিলেবাস শেষ না হওয়ায় শেষের দিকে কাটাছেঁড়া করে সিলেবাস শেষ করা হলেও শিক্ষার বিষয় বস্তু ছাত্রদের বোধগম্যের মধ্যে থাকে না। সিলেবাস শেষ না হলে ছাত্রদের বাসায় পড়ে নিতে বলেছেন। ফলে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু পাহাড়তুল্য বোঝার ন্যায় ছাত্রদের মাথায় চেপে বসে। পরীক্ষায় পাস নামের সোনার হরিণটিকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার আশায় পরীক্ষায় নকলের মতো দুর্নীতির আশ্রয় নিতে ছাত্ররা বাধ্য হন। অনেক শিক্ষকই ক্লাসে ফাঁকি দিয়ে ছাত্রদের প্রাইভেট পড়তে উৎসাহিত ও বাধ্য করে থাকেন। শিক্ষকগণ নীতি বিসর্জন দিয়ে পরীক্ষায় পাস করিয়ে সে অনুযায়ী এবং অধিক ছাত্র প্রাইভেট পড়িয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা আয়ের নেশায় শিক্ষকগণ পরীক্ষার হলে পরোক্ষভাবে নকলে সহায়তা করে থাকেন। শিক্ষকগণকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে হবে যাতে পরীক্ষায় নকলের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হয়।

পরীক্ষায় নকলের জন্যে প্রশাসনও দায়ী। প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিগণের শিথিলতার কারণে পরীক্ষায় নকলের ন্যায় দুর্নীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরীক্ষায় নকল বন্ধের জন্যে প্রশাসনকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।

বর্তমানে পরীক্ষায় নকলের ন্যায় দুর্নীতিরোধ করা একক কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। ছাত্র সমাজ, অভিভাবকমহল, শিক্ষক সমাজ, সমাজের সচেতন ব্যক্তি ও রাজনীতিবিদ এবং প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরীক্ষায় নকল বন্ধ করা সম্ভব। শিক্ষাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

❑ জীবন কুমার ঘোষ